নাগরিক অধিকার, কর্তব্য ও মানবাধিকার

(Citizen Rights, Duties and Human Rights)

ইউনিট ৫

পৌরনীতি ও সুশাসনের প্রধান আলোচ্য বিষয় নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য। অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক বিশ্বের সদস্য হিসেবে আমরা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, মৌলিক ও মানবাধিকার ভোগ করি। এসব অধিকার ভোগের মাধ্যমে প্রতিটি মানুষ ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ পায়। অন্যদিকে এসব অধিকার কর্তব্য পালনের ইঙ্গিত প্রদান করে। অর্থাৎ অধিকার ভোগের সাথে সাথে সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক বিশ্বের প্রতি কর্তব্য পালন করতে হয় অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক এতটাই ঘনিষ্ঠ যে একটি ছাড়া অন্যটির কথা অকল্পনীয়। এ ইউনিটে অধিকার ও কর্তব্যের ধারনা, পারস্পরিক সম্পর্ক, শ্রেণিবিভাগ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৫.১ ঃ অধিকারের ধারণা	পাঠ-৫.৫ ঃ জাতিসংঘে বর্ণিত মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র
পাঠ-৫.২ ঃ অধিকারের শ্রেণিবিভাগ	পাঠ-৫.৬ ঃ মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার
পাঠ-৫.৩ ঃ মৌলিক অধিকার	পাঠ-৫.৭ ঃ নাগরিক কর্তব্য
পাঠ-৫.৪ ঃ মানবাধিকার	পাঠ-৫.৮ ঃ অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ

পাঠ-৫.১ অধিকারের ধারণা (Concept of Rights)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- অধিকারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	অধিকার , সুযোগ-সুবিধা, অপরিহার্য, অনুমোদিত।

অধিকারের ধারণা

সাধারণত অধিকার বলতে নিজের ইচ্ছানুযায়ী কোন কিছু করার বা পাওয়ার ক্ষমতাকে বোঝায়। এদিক থেকে বিচার করলে আইন বিরোধী কাজ করাকেও অধিকার বলা যায়। কিন্তু পৌরনীতি ও সুশাসনে এ ধরনের কাজকে স্বেচ্ছাচার বলা হয়। অধ্যাপক আনেস্ট বার্কার যথার্থই বলেন, “অধিকার তখনই প্রকৃত অধিকার হতে পারে যখন রাষ্ট্র সেগুলোকে অধিকার বলে স্বীকার করে এবং সেগুলো রক্ষার জন্য সচেষ্ট হয়।” অর্থাৎ রাষ্ট্র ও সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত ও অনুমোদিত সুযোগ বা সুবিধাকে অধিকার বলা যায়। যেমন– পরিবার গঠন, শিক্ষা লাভ, নির্বাচনে ভোটদান, নির্বাচিত হওয়ার মত অধিকারের প্রতি সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বীকৃতি ও অনুমোদন রয়েছে।

অধিকার ভোগের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। সেই সাথে সমাজ ও রাষ্ট্রে কল্যাণকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক হ্যারল্ড লাস্কি বলেন ‘অধিকার বলতে আমরা সামাজিক জীবনের সেসব শর্তকে বুঝি, যা ব্যতীত

সাধারণভাবে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন অসম্ভব।” এ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ব্যক্তির কল্যাণের জন্য অধিকার অপরিহার্য। বস্তুত প্রকৃত অধিকার বলতে সমাজ কল্যাণের জন্য কতগুলো শর্তকে বোঝায়।

অধিকার সম্পর্কে উপরিউক্ত আলোচনা বিশ্লেষণ করলে কতগুলো বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়–

১. **সুযোগ-সুবিধার সমষ্টি:** অধিকার হল ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও জীবনকে বিকশিত করার জন্য কতগুলো সুযোগ-সুবিধার সমষ্টি। যেমন, জীবন রক্ষার অধিকার, কর্মের অধিকার, ধর্ম সংক্রান্ত অধিকার প্রভৃতি।

২. **সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট:** মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে সুন্দরভাবে বসবাস করার জন্য প্রয়োজন হয় নানা অধিকার। আর এসব অধিকার সমাজ কর্তৃক সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ অধিকার সমাজ কর্তৃক অবশ্যই স্বীকৃত।

৩. **রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত:** অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। আর এজন্য রাষ্ট্র অধিকার হরণকারীকে শাস্তি দিয়ে থাকে।

৪. **কল্যাণের সহায়ক:** অধিকারের মূল লক্ষ্য সকল মানুষের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধন করা। এর ফলশ্রুতিতে সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়ন হয়।

৫. **পরিবর্তনশীল:** সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে অধিকারের প্রকৃতি পরিবর্তন হতে পারে। যেমন, এক সময় না থাকলেও, বর্তমানে নারীদের ভোটাধিকার আছে।

উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, অধিকার হচ্ছে এমন কতগুলো সুযোগ-সুবিধা, যা সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও অনুমোদিত এবং যা ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের সহায়ক।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	অধিকার সম্পর্কে আপনার ধারণা ব্যাখ্যা করুন।

সার-সংক্ষেপ

অধিকার হল এমন কতগুলো সুযোগ সুবিধা, যা সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও অনুমোদিত এবং যা ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের সহায়ক। অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আইনের আশ্রয় নেয়া যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। অধিকার বলতে বোঝায়–
i) নিজের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করা
ii) সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত সুবিধা
iii) রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত সুযোগ
কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। “অধিকার তখনই প্রকৃত অধিকার হতে পারে যখন রাষ্ট্র সেগুলোকে অধিকার বলে স্বীকার করে এবং সেগুলো রক্ষার জন্য সচেষ্ট হয়।” এটি কার উক্তি?
ক) অধ্যাপক গেটেল খ) অধ্যাপক গার্নার
গ) অধ্যাপক বার্কার ঘ) অধ্যাপক ডাইসি

৩। অধিকারের প্রধান বৈশিষ্ট্য–
i) সকল সুযোগ-সুবিধার সমষ্টি
ii) সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও অনুমোদিত
iii) কল্যাণকর ও পরিবর্তনশীল
কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii
গ) iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.২ অধিকারের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Rights)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- নাগরিক অধিকারের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক।

অধিকারের শ্রেণিবিভাগ

অধিকারের প্রকৃতি অনুসারে নাগরিক অধিকার সমূহকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

(১) নৈতিক অধিকার ও

(২) আইনগত অধিকার

আবার আইনগত অধিকারকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

ক) সামাজিক অধিকার

খ) রাজনৈতিক অধিকার

গ) অর্থনৈতিক অধিকার

অধিকারের শ্রেণিবিভাগকে একটি ছকের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়–

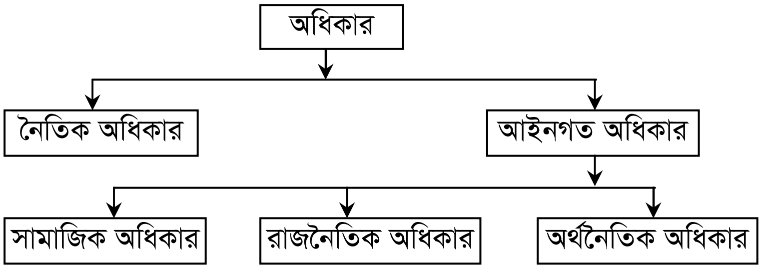

১। **নৈতিক অধিকারঃ** যেসব অধিকার নাগরিকের বিবেক বা ন্যায়বোধ থেকে সৃষ্টি হয়, সেগুলোকে নৈতিক অধিকার বলা হয়। যেমন, সন্তানের কাছে মা-বাবার শ্রদ্ধা প্রাপ্তির অধিকার কিংবা প্রতিবেশীর কাছ থেকে সদাচারণ পাবার অধিকার। এসব অধিকার নাগরিকের বিবেক ও ন্যায়বোধ থেকে উদ্ভব হয়। নৈতিক অধিকার ভঙ্গের জন্য রাষ্ট্র শাস্তি দেয় না, তবে এই অধিকার খর্বকারীকে সমাজ স্বাভাবিকভাবে নেয় না।

২। **আইনগত অধিকারঃ** যেসব অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও অনুমোদিত, সেগুলোকে আইনগত অধিকার বলে। যেমন– জীবন ধারণের অধিকার, ভোটদানের অধিকার, শিক্ষার অধিকার। এসব অধিকার ভঙ্গ করলে বা হরণ করলে রাষ্ট্র শাস্তি প্রদান করে। আইনগত অধিকারকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

(ক) সামাজিক অধিকার : সমাজে সুন্দরভাবে সুখ-শান্তিতে বসবাসের জন্য নাগরিকগণ যেসব অধিকার ভোগ করে, সেগুলোকে সামাজিক অধিকার ভোগ বলে। যেমন– জীবন রক্ষা, মত প্রকাশ, চলাফেরা, বিনা বিচারে আটক না হওয়া, সংঘবদ্ধ হওয়া, সভা-সমিতি, চুক্তি স্থাপন, সম্পত্তি ভোগ, আইনের চোখে সমতা লাভ, শিক্ষা লাভ, সংবাদপত্রের

স্বাধীনতা, পরিবার গঠন, নিজ-নিজ সংস্কৃতি ও ভাষা চর্চার অধিকার। সভ্য জীবন-যাপনের জন্য এসব অধিকার নাগরিকের জন্য অপরিহার্য।

(খ) রাজনৈতিক অধিকার: রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণের জন্য নাগরিকরা যেসব অধিকার ভোগ করে, সেগুলোকে রাজনৈতিক অধিকার বলে। যেমন– ভোটদান, নির্বাচনে অংশগ্রহণ, সরকারি চাকরি লাভ, সরকারি কাজের সমালোচনা, আবেদন করা রাজনৈতিক অধিকার। এসব অধিকারের মাধ্যমে আমরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহন করতে পারি।

(গ) অর্থনৈতিক অধিকার: ক্ষুধা, দারিদ্র ও বেকারত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নাগরিকগণ যেসব অধিকার ভোগ করেন, সেগুলোকে অর্থনৈতিক অধিকার বলে। যেমন– কর্মের অধিকার, উপযুক্ত পারিশ্রমিক, অবকাশ যাপন প্রভৃতি অর্থনৈতিক অধিকার। নাগরিকগণ এসব অধিকার ভোগ করার সুযোগ পেলে ক্ষুধা, দারিদ্র ও বেকারত্ব দূর হবে এবং অন্যান্য অধিকার ভোগের চাহিদা সৃষ্টি হবে। এজন্য বলা হয় অর্থনৈতিক অধিকার ব্যতীত রাজনৈতিক অধিকার অর্থহীন। অর্থাৎ অর্থনৈতিক অধিকার পূরণ হলেই রাজনৈতিক ও অন্যান্য অধিকার ভোগের আকাঙ্খা তৈরি হয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের সম্পর্ক লিখুন।

সার-সংক্ষেপ

অধিকার প্রধানত দু'প্রকার। যথা– (১) নৈতিক ও (২) আইনগত অধিকার। নাগরিকের বিবেকবোধ থেকে সৃষ্ট অধিকার হল নৈতিক অধিকার। অধিকারকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা– (ক) সামাজিক, (খ) রাজনৈতিক ও (গ) অর্থনৈতিক অধিকার। পক্ষান্তরে যেসব অধিকার রাষ্ট্রের আইন কর্তৃক স্বীকৃত ও অনুমোদিত, সেগুলো আইনগত অধিকার। সমাজে সুসভ্যভাবে বেঁচে থাকার জন্য মানুষ যে অধিকার ভোগ করে তা হল সামাজিক অধিকার, রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ জন্য নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকার এবং ক্ষুধা, দারিদ্র ও বেকারত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মানুষ যে অধিকার ভোগ করে তা অর্থনৈতিক অধিকার হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। অধিকার প্রধানত কত প্রকার?
- ক) ১ খ) ২
- গ) ৩ ঘ) ৪

২। রাষ্ট্রের আইন কর্তৃক স্বীকৃত অধিকার–
- ক) নৈতিক খ) চলাফেরা করার
- গ)ভিক্ষুকের ভিক্ষা পাওয়ার

৩। নাগরিকের সামাজিক অধিকার–
- ক) দায়মুক্তি খ) বিদেশে নিরাপত্তা লাভ
- গ) সরকারি চাকুরি ঘ) সম্পত্তি ভোগ

৪। নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকার–
- ক) কর ফাঁকি খ) সভা-সমিতি
- গ) স্থায়ীভাবে বসবাস ঘ) বিদেশে চাকুরি

পাঠ-৫.৩ মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মৌলিক অধিকারের ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের নাগরিকের মৌলিক অধিকার ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	মৌলিক, অপরিহার্য, সংবিধান, অনুমোদিত, স্বীকৃত।

মৌলিক অধিকারের ধারণা

যে সব অধিকার সংবিধানে উল্লেখ থাকে এবং সরকার কর্তৃক অলঙ্ঘনীয় সেগুলোকে মৌলিক অধিকার বলে। এসব সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার রাষ্ট্রের সংবিধানে উল্লেখ থাকে। মৌলিক অধিকারের মাধ্যমে নাগরিকরা সুসভ্যভাবে জীবন-যাপন করতে পারে। এ অধিকার সরকারের স্বৈরাচার রোধ করে। যে কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংবিধানে মৌলিক অধিকার সন্নিবেশিত থাকে। যেমন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকার বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হল–

১. **আইনের দৃষ্টিতে সমতা:** সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের আশ্রয় লাভের অধিকারী।

২. **সমানাধিকার:** ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না। রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষ সমানাধিকার লাভ করবে। নারী, শিশু ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের জন্য রাষ্ট্র বিশেষ বিধান প্রণয়ন করতে পারবে।

৩. **সরকারী নিয়োগলাভের সুযোগে সমতা:** বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিক সরকারী নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে। অর্থাৎ ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন বৈষম্য থাকবে না।

৪. **আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার:** বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিক আইনের আশ্রয় লাভ করতে পারবে। আইনের বিধান ব্যতীত কোন নাগরিকের জীবন, স্বাধীনতা, সম্মান ও সম্পত্তির হানি করা যাবে না।

৫. **জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার:** বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের জীবনধারণ ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার রয়েছে। কোন ব্যক্তিকে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

৬. **গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ:** গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে নাগরিকের কতগুলো রক্ষাকবচ রয়েছে। যেমন– (i) গ্রেপ্তারের কারণ না জানিয়ে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা যাবে না। (ii) গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তি তার পছন্দ অনুযায়ী আইনজীবীর সাথে পরামর্শ ও তার দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারবে। (iii) গ্রেপ্তারকৃত ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে হাজির করতে হবে। (iv) ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে চব্বিশ ঘন্টার বেশি প্রহরায় আটক রাখা যাবে না। (v) বিদেশী শত্রু কিংবা নিবর্তনমূলক আটকের আইনে গ্রেপ্তার ব্যক্তির ক্ষেত্রে রক্ষাকবচগুলো প্রযোজ্য হবে না

৭. **জোরপূর্বক শ্রম নিষিদ্ধ:** কোন নাগরিককে জোরপূর্বক শ্রমে লিপ্ত করা যাবে না। অর্থাৎ সকল প্রকার জবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধ। এ বিধান কোনভাবে লঙ্ঘিত হলে তা আইনত: দন্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে। তবে ফৌজদারী মামলায় সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে এবং জনকল্যাণার্থে উক্ত বিধান কার্যকর হবে না।

৮. **বিচার ও দন্ড:** প্রচলিত আইন ভঙ্গ করার অপরাধ ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না। এমনকি, আইনে নির্ধারিত দন্ড ব্যতীত অধিক দন্ড দেয়া যাবে না।

৯. **চলাফেরার স্বাধীনতা:** জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বিধি নিষেধ সাপেক্ষে প্রতিটি নাগরিক দেশের সর্বত্র অবাধে চলাফেরা, বসবাস ও বসতিস্থাপন করতে পারবে। এ ছাড়াও, দেশ ত্যাগ ও দেশে পুনঃপ্রবেশ করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে।

১০. **সমাবেশের স্বাধীনতা:** জনশৃঙ্খলা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বিধি নিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিক শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্রাবস্থায় সমবেত হবার এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করার অধিকার রয়েছে।

১১. **সংগঠনের স্বাধীনতা:** আইন সঙ্গত উপায়ে প্রত্যেক নাগরিক সমিতি বা সংঘ গঠন করতে পারবে। তবে এরূপ সমিতি বা সংঘ গঠন করা কিংবা এর সদস্য হওয়ার অধিকার থাকবে না, যদি–

ক) তা নাগরিকদের মধ্যে ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়।

খ) তা ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ, জন্মস্থান বা ভাষার ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি করে।

গ) তা রাষ্ট্র বা নাগরিকদের বিরুদ্ধে কিংবা অন্য কোন দেশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী বা জঙ্গী কার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে ঘটিত হয়। কিংবা ঐ সংগঠনের গঠন ও উদ্দেশ্য সংবিধান পরিপন্থী হয়।

১২. **চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা:** প্রত্যেক নাগরিকের চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা রয়েছে। তাছাড়া আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বিধি নিষেধ সাপেক্ষে (ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে। (খ) সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা রয়েছে।

১৩. **পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা:** প্রত্যেক নাগরিক যোগ্যতা অনুযায়ী আইন সঙ্গত পেশা বা বৃত্তি গ্রহণ এবং কারবার বা ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবে। অর্থাৎ প্রত্যেক নাগরিক তার পছন্দ অনুযায়ী যেকোন বৈধ পেশা গ্রহণ করতে পারবে।

১৪. **ধর্মীয় স্বাধীনতা:** আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা সাপেক্ষ

ক) প্রত্যেক নাগরিকের যেকোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রয়েছে।

খ) প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রয়েছে।

১৫. **সম্পত্তির অধিকার:** আইন অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিক সম্পত্তি অর্জন, ধারণ ও হস্তান্তর করতে পারবে। আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্ত বা দখল করা যাবে না।

১৬. **গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ:** রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জনসাধারণের নৈতিকতা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বিধি-নিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের–

ক) প্রবেশ, তল্লাশী ও আটক থেকে স্বীয় গৃহে নিরাপত্তা লাভের অধিকার থাকবে;

খ) চিঠিপত্রের ও যোগাযোগের অন্যান্য উপায়ের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার থাকবে।

উল্লেখিত মৌলিক অধিকার ভোগের মাধ্যমে একদিকে নাগরিক জীবনের বিকাশ ঘটে। অন্যদিকে স্ব-স্ব কর্তব্য সম্পর্কে নাগরিকগণ সচেতন হয়। এর ফলশ্রুতিতে সরকার তার দায়িত্ব পালনে আরও সচেষ্ট হয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**)** **/শিক্ষার্থীর কাজ**	আপনি যেসব মৌলিক অধিকার ভোগ করেন তার একটি তালিকা তৈরি করুন।

সার-সংক্ষেপ

যেসব অধিকার সংবিধানে উল্লেখ থাকে এবং সরকার কর্তৃক অলঙ্ঘনীয় সেগুলোকে মৌলিক অধিকার বলে। বাংলাদেশের নাগরিকদের কয়েকটি মৌলিক অধিকার হল আইনের দৃষ্টিতে সমতা লাভ, সরকারি নিয়োগলাভের অধিকার, আইনের আশ্রয়লাভের অধিকার, জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার, গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ, চলাফেরার স্বাধীনতা প্রভৃতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মৌলিক অধিকারের প্রধান বৈশিষ্ট্য–

i) নীতিবোধ থেকে আগত

ii) সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারের সমষ্টি

iii) সংবিধানে উল্লেখ থাকে

কোনটি সঠিক?

ক) i খ) ii

গ) iii ঘ) i, ii ও iii

২। বাংলাদেশের সংবিধানের কোন ভাগে মৌলিক অধিকার বর্ণিত হয়েছে?

ক) প্রথম খ) দ্বিতীয়

গ) তৃতীয় ঘ) চতুর্থ

৩। কোনটি বাংলাদেশের নাগরিকের মৌলিক অধিকার?

i) আইনের দৃষ্টিতে সমতা

ii) জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার এবং চলাফেরা করার

iii) ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার

কোনটি সঠিক?

ক) i খ) ii

গ) i ও ii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৪ মানবাধিকার (Human Rights)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মানবাধিকারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	মানবাধিকার, সার্বজনীন, মানবিক বিকাশ, মর্যাদা।

মানবাধিকারের ধারণা

অধিকারবোধ থেকে মানবাধিকারের উৎপত্তি হয়েছে। মানবাধিকার বলতে সেসব আইনগত ও নৈতিক অধিকারকে বোঝায়, যা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এবং সমগ্র বিশ্বের মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ মানবাধিকার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অধিকার। প্রতিটি মানুষ এ অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়। এই ঐতিহাসিক দলিল গ্রহণের মধ্য দিয়ে বিশ্বে এক নতুন দিগন্তের সূচনা ঘটে।

জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত ঘোষণাপত্রে মানবাধিকার সংক্রান্ত কতগুলো সাধারণ নীতি রয়েছে। যেমন–

১. সকল মানুষ সমান মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।

২. সকল মানুষ যেকোন প্রকার পার্থক্য, যথা– জাতি, গোত্র, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, মতাদর্শ, জাতীয় ও সামাজিক পরিচিতি, সম্পত্তি, জন্ম বা অন্য কোন মর্যাদা নির্বিশেষে ঘোষণায় উল্লেখিত সকল অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগের অধিকারী।

৩. মানবাধিকার সমগ্র বিশ্বের সর্বস্থানে সর্বকালের সকল মানুষের প্রাপ্য।

৪. বিশ্বের যেকোন রাষ্ট্রের নাগরিককে তাঁর দেশের বা আন্তর্জাতিক মর্যাদার ভিত্তিতে কোন পার্থক্য করা হবে না।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, মানবাধিকারের পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। মানবাধিকারের ধারণা, নীতি ও পরিধি পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে– প্রথমত, মানবাধিকার এমন কিছু অধিকার যা সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। দ্বিতীয়ত, মানবাধিকার সকলের অধিকার, কোন শ্রেণি বা দলের নয়। তৃতীয়ত, মানবাধিকার সকল মানুষের জন্য সমভাবে প্রাপ্য; কারো জন্য কম বা বেশি নয়। চতুর্থত, মানবাধিকার কোন বিশেষ মর্যাদা বা সম্পদের উপর নির্ভরশীল নয়। পঞ্চমত, মানবাধিকার হল এমন অধিকার যা আদায়যোগ্য। ষষ্ঠত, মানবাধিকার সমগ্র বিশ্বের সর্বস্থানে, সর্বকালের সকল মানুষের প্রাপ্য। সপ্তমত, মানবাধিকার কেউ কাউকে দেয় না এবং এটি প্রাপ্তি কারো কৃপার উপর নির্ভরশীল নয়।

সংক্ষেপে মানবাধিকার হল জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত বা স্বীকৃত এমন কতগুলো অধিকার যা জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে সমভাবে ভোগ করা যায়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	মানুষ হিসেবে কোন কোন অধিকার প্রাপ্য লিখুন।

সার-সংক্ষেপ

মানবাধিকার বলতে সে সব আইনগত ও নৈতিক অধিকারকে বোঝায়, যা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এবং সমগ্র বিশ্বের মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্র আন্তর্জাতিকভাবেও দায়বদ্ধ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মানবাধিকার গৃহীত হয়–

ক) ১০ ডিসেম্বর ১৯৪৮ খ) ১১ ডিসেম্বর ১৯৪৮
গ) ১৪ আগস্ট ১৯৪৯ ঘ) ১৫ আগস্ট ১৯৫০

২। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত–

i) নাগরিক অধিকার ii) মৌলিক অধিকার iii) মানবাধিকার

কোনটি সঠিক?

ক) i খ) ii
গ) iii ঘ) i, ii ও iii

৩। মানবাধিকারের বৈশিষ্ট্য হল, এটি এমন অধিকার যা–

i) বিশ্বের সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য
ii) কোন বিশেষ বা দলের জন্য নয়
iii) আন্তর্জাতিক মর্যাদার ভিত্তিতে অভিন্ন

কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৫ জাতিসংঘের মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র (The Universal Declaration of Human Rights of United Nations)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- জাতিসংঘ বর্ণিত মানবাধিকারসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	সার্বজনীন, শাসনতন্ত্র, স্বীকৃতি, জাতিসংঘ।

জাতিসংঘের মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র

১৯৪৮জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ঘোষিত মানবাধিকারসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হল:

১। **ভ্রাতৃসুলভ আচরণ:** সকল মানুষই স্বাধীন অবস্থায় এবং সমমর্যাদা ও অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তারা সকলেই বুদ্ধি ও বিবেকের অধিকারী। অতএব তাদের একে অন্যের প্রতি ভ্রাতৃসুলভ আচরণ করা উচিত।

২। **সার্বজনীন অধিকার:** জাতি, গোত্র, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা অন্য মতবাদ, জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি, সম্পত্তি, জন্ম বা অন্য মর্যাদা নির্বিশেষে সকলেই ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত সকল অধিকার সমভাবে ভোগ করবে। কোন মানুষকে রাজনৈতিক, সীমানাগত বা আন্তর্জাতিক মর্যাদার ভিত্তিতে পার্থক্য করা যাবে না।

৩। **নিরাপত্তা লাভ:** প্রত্যেকেরই জীবনধারণ, স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে।

৪। **দাস প্রথা ও ব্যবস্থা নিষিদ্ধ:** কাউকে দাস হিসেবে কিংবা দাসত্বের বন্ধনে রাখা চলবে না। সকল প্রকার দাস-প্রথা ও দাস-ব্যবস্থা নিষিদ্ধ থাকবে।

৫। **শাস্তি সংক্রান্ত:** কাউকে নির্যাতন করা যাবে না, কারো প্রতি নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা অবমাননাকর আচরণ করা যাবে না কিংবা কাউকে এ ধরনের বা শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করা চলবে না।

৬। **মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি:** আইনের কাছে প্রত্যেকেরই মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি লাভের অধিকার রয়েছে।

৭। **আইনের দৃষ্টিতে সমান:** আইনের কাছ সকলেই সমান এবং কোনো রকম বৈষম্য ছাড়া সকলেরই আইনের আশ্রয়ে সমানভাবে রক্ষা পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

৮। **মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ সংক্রান্ত:** যেসব কাজের ফলে শাসনতন্ত্র বা আইনকর্তৃক প্রদত্ত মৌলিক অধিকারগুলো লঙ্ঘন করা হয় তার জন্য উপযুক্ত বিচার লাভ বা আদালতের মারফত কার্যকর প্রতিকার লাভের অধিকার প্রত্যেকেরই আছে।

৯। **গ্রেফতার ও নির্বাসন সংক্রান্ত:** কাউকে খেয়াল-খুশিমতো গ্রেফতার বা আটক করা অথবা নির্বাসন দেয়া যাবে না।

১০। **সুবিচার লাভের অধিকার:** প্রত্যেকেরই তার নিজের বিরুদ্ধে আনা যে কোনো ফৌজদারি অভিযোগের সত্যতা প্রমাণের জন্য সমান অধিকার নিয়ে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার-আদালতে ন্যায্যভাবে ও প্রকাশ্যে শুনানি লাভের অধিকার রয়েছে।

১১। **আত্মপক্ষ সমর্থন ও শাস্তি প্রদান সংক্রান্ত:** কেউ কোনো দণ্ডযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত হলে, তিনি এমন কোনো গণ-আদালতের আশ্রয় নিতে পারেন, যেখানে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনের নিশ্চয়তা পাবেন। এ আদালত যতক্ষণ তাকে আইন অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তার নির্দোষ বলে বিবেচিত হওয়ার অধিকার রয়েছে। আবার দন্ডযোগ্য অপরাধ করার সময় আইন অনুযায়ী যতটুকু শাস্তি দেয়া যেত তার চেয়ে অধিক শাস্তি প্রয়োগ করা চলবে না।

১২। **গোপনীয়তা, সম্মান ও সুনাম সংক্রান্ত:** কারো ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, পরিবার, বসতবাড়ি বা চিঠিপত্রের ব্যাপারে খেয়াল-খুশিমতো হস্তক্ষেপ করা চলবে না। কারো সম্মান ও সুনামের উপরও ইচ্ছামতো আক্রমণ করা চলবে না।

১৩। **চলাফেরার অধিকার:**

ক) রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে চলাচল করা ও বসতি স্থাপন করার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে।

খ) প্রত্যেকেরই নিজের দেশ বা যে কোনো দেশ ছেড়ে যাবার এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করার অধিকার রয়েছে।

১৪। **আশ্রয় প্রার্থনা ও লাভের অধিকার:** নির্যাতন এড়ানোর জন্য প্রত্যেকেরই অপর দেশসমূহে আশ্রয় প্রার্থনা করার এবং আশ্রয়লাভ করার অধিকার রয়েছে।

১৫। **জাতীয় অধিকার সংক্রান্ত:**

ক) প্রত্যেকেরই একটি জাতীয়তার অধিকার আছে।

খ) কাউকেই যথেচ্ছভাবে তার জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। আবার কেউ তার জাতীয়তা পরিবর্তন করতে চাইলে তার সে অধিকার অস্বীকার করা চলবে না।

১৬। **পরিবার গঠন সংক্রান্ত:** পূর্ণ-বয়স্ক নারী ও পুরুষের বিবাহ করার ও পরিবার গঠন করার অধিকার রয়েছে। বিবাহের ব্যাপারে বিবাহিত অবস্থায় এবং বিবাহ-বিচ্ছেদকালে নারী ও পুরুষের সম-অধিকার রয়েছে।

১৭। **সম্পত্তির অধিকার:** প্রত্যেকের সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার রয়েছে। কাউকেই তার সম্পত্তি থেকে খেয়াল-খুশিমতো বঞ্চিত করা চলবে না।

১৮। **চিন্তা, বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতা:** প্রত্যেকেরই চিন্তা, বিবেক ও ধর্ম সংক্রান্ত স্বাধীনতা রয়েছে।

১৯। **মতামত প্রকাশের অধিকার:** প্রত্যেকেরই মতামত পোষণ করা ও প্রকাশ করার অধিকার রয়েছে।

২০। **সম্মিলিত ও সংঘবদ্ধ সংক্রান্ত:**

ক) প্রত্যেকেরই শান্তিপূর্ণভাবে সম্মিলিত হওয়ার অধিকার আছে।

খ) কাউকেই কোনো সংঘভূক্ত হতে বাধ্য করা যাবে না।

২১। **সরকার গঠন, চাকরি লাভ ও ভোটদান সংক্রান্ত:**

ক) প্রত্যক্ষভাবে অথবা অবাধে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে নিজ দেশের সরকারে অংশগ্রহণের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

খ) প্রত্যেকেরই নিজ দেশের সরকারি চাকরিতে সমান সুযোগ লাভের অধিকার রয়েছে।

২২। **সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার:** সমাজের সদস্য হিসেবে প্রত্যেকেরই সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার আছে।

২৩। **কর্মের অধিকার:**

ক) প্রত্যেকেরই কাজ করার ও অবাধে চাকুরি নির্বাচনের অধিকার রয়েছে। কাজের জন্য ন্যায্য ও অনুকূল পারিশ্রমিক লাভ করার এবং বেকারত্ব থেকে রক্ষা পাওয়ার অধিকারও আছে প্রত্যেকের।

খ) প্রত্যেকেরই কোনো বৈষম্য ছাড়া সমান কাজের জন্য সমান বেতন পাওয়ার অধিকার আছে।

গ) প্রত্যেকেরই নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন ও এতে যোগদানের অধিকার রয়েছে।

২৪। **বিশ্রাম ও অবসর বিনোদন সংক্রান্ত:** প্রত্যেকেরই বিশ্রাম ও অবসর বিনোদনের অধিকার আছে। কার্য-সময়ের যুক্তিসঙ্গত সীমা ও বেতনসহ নৈমিত্তিক ছুটি এ অধিকারের অন্তর্ভূক্ত।

২৫। **মৌলিক চাহিদা পূরণের অধিকার:**

ক) নিজের ও নিজ পরিবারের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের জন্য উপযুক্ত জীবনযাত্রার মানের অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সামাজিক সেবামূলক কাজের সুবিধালাভের অধিকারও একই সঙ্গেই

প্রত্যেকের প্রাপ্য। বেকারত্ব, পীড়া, অক্ষমতা, বৈধব্য, বার্ধক্য অথবা অনিবার্য কারণে জীবন-যাপনে অপরাগতার ক্ষেত্রে নিরাপত্তালাভ এ অধিকার অন্তর্ভুক্ত।

খ) মাতৃত্বকালীন ও শৈশব অবস্থায় প্রত্যেকে বিশেষ যত্ন ও সহায়তা লাভের অধিকারী।

২৬। **শিক্ষার অধিকার:**

ক) প্রত্যেকেরই শিক্ষালাভের অধিকার রয়েছে। অন্তত:পক্ষে প্রাথমিক ও মৌলিক পর্যায়ের শিক্ষা হবে অবৈতনিক। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা যাতে সর্বসাধারণ লাভ করতে পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে। উচ্চতর শিক্ষা মেধার ভিত্তিতে সকলের জন্য সমানভাবে উন্মুক্ত থাকবে।

খ) প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের উদ্দেশ্যে শিক্ষা পরিচালিত হবে। মানবিক অধিকার ও মৌলিক অধিকারগুলোর প্রতি যাতে শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধাবোধ দৃঢ় হয় সেদিকে জোর দেওয়াও শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য। শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সমঝোতা ও সহিষ্ণুতায় আস্থাশীল করে তুলতে হবে। এ শিক্ষা সকল জাতি, বর্ণ ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর বন্ধুত্ব উন্নয়নে এবং শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে জাতিসংঘের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে।

গ) সন্তানের জন্য শিক্ষার ধরণ নির্ধারণের অধিকার সকল পিতা-মাতার রয়েছে।

২৭। **সাংস্কৃতির অধিকার:**

ক) প্রত্যেকেরই গোষ্ঠীগত সাংস্কৃতিক জীবনে অবাধে অংশগ্রহণ করা ও শিল্পকলা চর্চা করার অধিকার রয়েছে। বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও তার সুফলগুলোর অংশীদার হওয়ার অধিকারও রয়েছে।

খ) বিজ্ঞান, সাহিত্য অথবা শিল্পকলা-ভিত্তিক সৃজনশীল কাজ থেকে যে নৈতিক ও বৈষয়িক স্বার্থের উদ্ভব হতে পারে তা রক্ষা করার অধিকার রয়েছে প্রত্যেকের।

২৮। **সামাজিক ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা সংক্রান্ত:** প্রত্যেকেই এমন একটি সমাজিক ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার অধিকারী ও যেখানে মানবাধিকার ঘোষণাপত্রে উল্লেখিত সকল অধিকার ও স্বাধীনতা পূর্ণভাবে আদায় করা যেতে পারে।

২৯। **কর্তব্য পালন সংক্রান্ত:** গণতান্ত্রিক সমাজে নৈতিকতা, গণশৃঙ্খলা ও সর্বসাধারণের কল্যাণের দিকে লক্ষ রেখে এবং আইন মান্য করেই প্রত্যেকে তার অধিকার ও স্বাধীনতা প্রয়োগ করতে পারবে। কোনোভাবেই জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও মূলনীতি লঙ্ঘন করা চলবে না।

৩০। **মানবাধিকারের ভুল ব্যাখ্যা সংক্রান্ত:** মানবাধিকার ঘোষণায় উল্লেখিত কোনো বিষয়ের ভুল ব্যাখ্যা দেয়া চলবে না। এ ঘোষণার অন্তর্ভূক্ত কোনো অধিকার বা স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করার উদ্দেশ্যে কোনো রাষ্ট্র, দল বা ব্যক্তি বিশেষের আত্মনিয়োগের অধিকার আছে– এ রকম ধারণা করার মতো কোনো ব্যাখ্যা দেয়া চলবে না।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	জাতিসংঘ বর্ণিত অধিকার আর বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত অধিকারের মাঝে কোন পার্থক্য থাকলে তা লিপিবদ্ধ করুন।

সার-সংক্ষেপ

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক **১৯৪৮** সালে প্রদত্ত ঘোষণায় মানবাধিকারের অনেকগুলো অঙ্গীকার ও বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে ভ্রাতৃত্ববোধ, সার্বজনীন অধিকার, নিরাপত্তা লাভ, দাস প্রথা নিষিদ্ধকরণ, শাস্তি প্রদানে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি, মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি, আইনের দৃষ্টিতে সমতা ভোগ, মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ, গ্রেপ্তার ও নির্বাসন সংক্রান্ত যথার্থতা, সুবিচারলাভের অধিকার, আত্মপক্ষ সমর্থন ও শাস্তি প্রদানে যথার্থতা, গোপনীয়তা, সম্মান ও সুনাম রক্ষার অধিকার। এছাড়াও মানবাধিকার সনদে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মানবাধিকার–

i) সার্বজনীন অধিকার
ii) আইনের দৃষ্টিতে সমানাধিকার
iii) শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকার

কোনটি সঠিক?

ক) i খ) ii
গ) iii ঘ) i, ii ও iii

২। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অধিকার–

ক) নাগরিক অধিকার খ) মৌলিক অধিকার
গ) মানবাধিকার

৩। আবদুল করিম বাংলাদেশের নাগরিক। এদেশে তার জীবনের নিরাপত্তা না থাকার কথা বলে, কানাডায় রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। করিম সেখানে কোন অধিকার ভোগ করছেন?

ক) নাগরিক খ) মৌলিক
গ) রাজনৈতিক ঘ) মানবাধিকার

পাঠ-৫.৬ মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার (Funadamental Rights and Human Rights)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	মৌলিক, মানবিক, জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক।

মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের পার্থক্য

মৌলিক অধিকার হল নাগরিকের ব্যক্তিত্ব ও জীবন বিকাশের জন্য এমন কতগুলো সুযোগ-সুবিধা যা সংবিধানে উল্লেখ থাকে এবং সরকার কর্তৃক অলঙ্ঘনীয়। পক্ষান্তরে, মানবাধিকার হল আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ব্যক্তির অধিকার। আপাতদৃষ্টিতে মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার একই মনে হলেও এদের মধ্যে কতগুলো বিষয়ে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

১। **মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের উৎস:** মৌলিক অধিকারের উৎস সংবিধান বা শাসনতন্ত্র। সাধারণত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংবিধানে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সন্নিবেশিত থাকে। অন্যদিকে সমগ্র বিশ্বের মানুষের জন্য জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক মানবাধিকার ঘোষিত ও স্বীকৃত।

২। **পরিধি সংক্রান্ত:** মৌলিক অধিকারের চেয়ে মানবাধিকারের পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। মৌলিক অধিকারের সীমানা রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলে আবদ্ধ; কিন্তু মানবাধিকার বৈশ্বিক।

৩। **রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক অধিকার:** মৌলিক অধিকার খর্ব হলে নাগরিকগণ আদালতের আশ্রয় লাভ করতে পারেন। অন্যদিকে মানবাধিকার আন্তর্জাতিক অধিকার। মানবাধিকার রক্ষার্থে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা কাজ করে থাকে।

৪। **বিকাশ সংক্রান্ত:** রাষ্ট্রীয় চেতনাবোধ থেকে মৌলিক অধিকার বিকাশলাভ করে। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নাগরিকের পূর্ণাঙ্গভাবে বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় আইনগত ও নৈতিক অধিকার সংবিধানে উল্লেখ করে। অন্যদিকে, কোন গুণ বা বৈশিষ্ট্য নিরপেক্ষভাবে একজন ব্যক্তির প্রাপ্য অধিকারের চেতনাবোধ থেকে মানবাধিকারের বিকাশ হয়েছে। বস্তুত: একজন মানুষ হিসেবে ব্যক্তির যে অধিকার ভোগ করা প্রয়োজন তাই মানবাধিকার হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

৫। **বাস্তবায়ন সংক্রান্ত:** মৌলিক অধিকার চাইলে সহজে কার্যকর করা যায়। মৌলিক অধিকার বাস্তবায়ন বিষয়টি রাষ্ট্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সরকার চাইলে সহজে মৌলিক অধিকার বলবৎ করা সম্ভব। অন্যদিকে, মানবাধিকার বাস্তবায়ন (যেমন, অন্য দেশে আশ্রয়লাভ) সবসময় কেবল একটি দেশের উপর নির্ভর করে না।

৬। **মৌলিক অধিকার মানবাধিকারের অংশ:** সকল মৌলিক অধিকার শেষ বিচারে মানবাধিকারের মধ্যেই পড়ে। কিন্তু সকল মানবাধিকার মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভূক্ত নয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের মূল পার্থক্য কি?

সার-সংক্ষেপ

মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার উভয়ের লক্ষ্যই হচ্ছে ব্যক্তির অধিকার সংরক্ষণ। তবে প্রকারগতভাবে এক রকমের হলেও বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। তবে সব মৌলিক অধিকারই মানবাধিকার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মৌলিক ও মানবাধিকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য−

i) উভয়ই সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট ও বোধগম্য

ii) উভয়ের উৎস এক ও অভিন্ন

iii) সব মৌলিক অধিকারই মানবাধিকার

কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

২। কোনটির পরিধি অপেক্ষাকৃত ব্যাপক?

ক) মানবাধিকার
খ) মৌলিক অধিকার
গ) সামাজিক অধিকার
ঘ) রাজনৈতিক অধিকার

পাঠ-৫.৭ নাগরিক কর্তব্য (Duties of Citizen)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- নাগরিকের কর্তব্যের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কর্তব্যের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	দায়িত্ব, আইনগত, সামাজিক, সর্বাঙ্গীন, স্বীকৃত।

কর্তব্যের ধারণা

রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে প্রত্যেক নাগরিক তার জীবনকে পরিপূর্ণভাবে বিকাশের জন্য কতগুলো সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক অধিকার ভোগ করে। এসব অধিকার ভোগের বিনিময়ে নাগরিকদের আবার রাষ্ট্রের প্রতি কিছু কর্তব্য পালন করতে হয়। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক হ্যারল্ড লাস্কি বলেন, "কর্তব্য বলতে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের জন্য কোন কিছু করা বা না করার অধিকারকে বোঝায়।" বস্তুত: কর্তব্য পালন ব্যতীত অধিকার ভোগের প্রত্যাশা করা যায় না। যেমন, আইন মেনে চলা নাগরিকের কর্তব্য। এ কর্তব্য পালনের মাধ্যমে একজন নাগরিক তার নিজের স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অধিকার প্রত্যাশা করতে পারে।

কর্তব্যের শ্রেণিবিভাগ: বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্নভাবে কর্তব্যের শ্রেণিবিভাগ করেছেন। যেমন- (১) নৈতিক কর্তব্য, (২) আইনগত কর্তব্য, (৩) সামাজিক কর্তব্য, (৪) রাজনৈতিক কর্তব্য, (৫) অর্থনৈতিক কর্তব্য

১। **নৈতিক কর্তব্য:** যে কর্তব্য মানুষের নীতিবোধ থেকে সৃষ্টি হয়, তাকে নৈতিক কর্তব্য বলে। যেমন– গরীবদের সাহায্য করা, মা-বাবা ও গুরুজনদের শ্রদ্ধা করা, যেকোন দুর্যোগ মোকাবেলায় সাহায্য করা প্রভৃতি নাগরিকের নৈতিক কর্তব্য। এসব কর্তব্য নাগরিকের বিবেকবোধ বা ন্যায়বোধ থেকে সৃষ্টি হয়। এসব কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কোন রূপ বাধ্যবাধকতা থাকে না। তবে এসব কর্তব্য পালনে যারা বিরত থাকে, তাদেরকে সমাজ প্রশংসার চোখে দেখে না।

২। **আইনগত কর্তব্য:** যেসব কর্তব্য রাষ্ট্রের আইন কর্তৃক নির্দেশিত, সেগুলোকে আইনগত কর্তব্য বলে। অন্যভাবে বলা যায় আইনের দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করাকে আইনগত কর্তব্য বলে। আইনগত কর্তব্য লঙ্ঘনের জন্য শাস্তি পেতে হয়। আইনগত কর্তব্যকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যা নিম্নে বর্ণনা করা হল–

৩। **সামাজিক কর্তব্য:** সমাজে সুখে শান্তিতে বসবাস করার জন্য মানুষ যে দায়িত্ব পালন করে তাকে সামাজিক কর্তব্য বলে। যেমন–

(i) সামাজিক রীতি-নীতি ও আচরণ মেনে চলা;

(ii) সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন;

(iii) সমাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়নে কাজ করা।

৪। **রাজনৈতিক কর্তব্য:** রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংরক্ষণে নাগরিকগণ যেসব কর্তব্য পালন করে, সেগুলোকে রাজনৈতিক কর্তব্য বলে। যেমন, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন, আইন মান্য করা, ভোটদান, যোগ্য প্রার্থীকে নির্বাচিত করা, সংবিধান, জাতীয় সঙ্গীত ও জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, জাতীয় দিবস যথাযথভাবে পালন নাগরিকের রাজনৈতিক কর্তব্য।

৫। **অর্থনৈতিক কর্তব্য:** রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বিষয়াদির সাথে নাগরিকদের যেসব কর্তব্য জড়িত থাকে সেগুলো নিম্নরূপ:

(i) নিয়মিত কর প্রদান: রাষ্ট্র পরিচালনা ও নাগরিকের অধিকার সংরক্ষণে প্রচুর অর্থ প্রয়োজন হয়। একটি সময় রাষ্ট্র তার নাগরিকের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের মাধ্যমেই মূলত ব্যয় নির্বাহ করে। কর সীমার মধ্যে থাকা সকল নাগরিক নিয়মিত কর প্রদান করলে রাষ্ট্রের পক্ষে সঠিকভাবে সকল অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হয়।

(ii) রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথাযথভাবে সহায়তা দেয়া।

(iii) রাষ্ট্রীয় সম্পদ যেমন, রেলওয়ে, সড়কপথ, যানবাহন, কল-কারখানা, অফিস-আদালত ও স্কুল-কলেজ ভবন, সরকারি ও বেসরকারি ক্ষতি সাধন থেকে বিরত থাকা এবং এসবের রক্ষণাবেক্ষণে সর্বাত্মক সাহায্য করাও নাগরিকের অর্থনৈতিক কর্তব্যের অন্তর্গত।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	আদর্শ নাগরিক হিসেবে কি কি কর্তব্য পালন করেন তার একটি তালিকা তৈরি করুন।

সার-সংক্ষেপ

একজন ব্যক্তি রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে কেবলমাত্র কতগুলো অধিকারই ভোগ করে না বরং এই অধিকারগুলো সর্বজনের জন্য নিশ্চিত করার জন্য প্রত্যেক নাগরিককে রাষ্ট্রের প্রতি কতগুলো কর্তব্যও পালন করতে হয়। কর্তব্য কয়েক ধরনের হতে পারে। যথা– (১) নৈতিক (২) আইনগত। (৩) সামাজিক কর্তব্য (৪) রাজনৈতিক কর্তব্য (৫) অর্থনৈতিক কর্তব্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। "কর্তব্য বলতে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীন কল্যানের জন্য কোন কিছু করা বা না করার অধিকার বোঝায়।" –কে বলেছেন?

ক) অধ্যাপক হ্যারল্ড লাস্কি
খ) অধ্যাপক আর. জি. গেটেল
গ) অধ্যাপক এ. ভি. ডাইসি
ঘ) অধ্যাপক জেমস গার্নার

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

স্বপন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীপ্রাপ্ত যুবক। সরকারি চাকরির কথা চিন্তা না করে সে আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করল। ব্যাংক ঋণ নিয়ে সে নিজ গ্রামে একটি হাঁস-মুরগির খামার স্থাপন করে। কিছু দিনের মধ্যে সে খামার ব্যবসায় উন্নতি লাভ করল। সচেতন নাগরিক হিসেবে স্বপন নিয়মিত আয়কর প্রদান করে।

২। স্বপন কোন ধরনের কর্তব্য পালন করে?

ক) সামাজিক
খ) অর্থনৈতিক
গ) নৈতিক
ঘ) রাজনৈতিক

৩। স্বপনের এ ধরনের কর্তব্য পালনের ফলে–

i) রাষ্ট্রের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হবে
ii) রাষ্ট্রের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে
iii) সামাজিক পরিবর্তন ঘটবে

কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৮ অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক (Relations between Rights and Duties)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	অধিকার, কর্তব্য, পরিপূরক, নিবিড়, নির্ভরশীল।

অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক

নাগরিক যেমন অধিকার ভোগ করে, তেমনি কর্তব্যও পালন করে। অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক নিম্নরূপ:

১। **অভিন্ন উৎস:** অধিকার ও কর্তব্যের উৎস রাষ্ট্র। অধিকার ও কর্তব্যের সংরক্ষক রাষ্ট্র। রাষ্ট্র থেকে আমরা অধিকার পাই এবং বিনিময়ে রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন করি। কাজেই রাষ্ট্রের মধ্যেই অধিকার ও কর্তব্য নিহিত।

২। **একই বস্তুর দুটো দিক:** অধিকার ও কর্তব্য হচ্ছে একই বস্তুর দুটো দিকের মত। অধিকার ভোগের সাথে সাথে নাগরিককে কর্তব্য পালন করতে হয়। কারণ অধিকার ভোগের মাধ্যমে নাগরিকগণ রাষ্ট্রের প্রতি যে দায়িত্ব পালন করে, তাকে কর্তব্য বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ : শিক্ষালাভ করা নাগরিকের অধিকার, আবার সন্তানদের শিক্ষিত করা কর্তব্য।

৩। **একজনের অধিকার অন্যের কর্তব্য:** অধিকার সংরক্ষণের জন্য কর্তব্য পালন আবশ্যক। উদাহরণস্বরূপ, রাস্তায় স্বাধীনভাবে চলাফেরা করা একজন নাগরিকের অধিকার; এক্ষেত্রে অন্য সবার কর্তব্য হচ্ছে স্বাধীনভাবে চলতে দেয়া। অধ্যাপক হব্‌হাউস (Hobhouse) তাই বলেছেন, ধাক্কা না খেয়ে পথ চলার অধিকার যদি আমার থাকে, তাহলে তোমার কর্তব্য হল আমাকে প্রয়োজন মতো পথ ছেড়ে দেয়া।

৪। **অধিকারের পরিধি কর্তব্যবোধ দ্বারা সীমাবদ্ধ:** অধিকার অবাধ ও সীমাহীন হলে স্বেচ্ছাচারিতার জন্ম হবে। ফলে সবল অধিকার ভোগ করবে, আর দুর্বল বঞ্চিত হবে। কাজেই একজনের অধিকার, অন্যান্য সকলের কর্তব্যবোধ দ্বারা সীমাবদ্ধ।

৫। **নৈতিক অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক:** নৈতিক অধিকার ভোগ করলে, নৈতিক কর্তব্য পালন করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, পিতা-মাতা সন্তানদের লালন-পালন ও শিক্ষা দেয়। আবার পিতা-মাতা যখন বৃদ্ধ হন সন্তানরা তাঁদের সেবা-যত্ন করে। এক্ষেত্রে নৈতিক অধিকার হচ্ছে পিতা-মাতার অধিকার ভোগ, আবার নৈতিক কর্তব্য হচ্ছে সন্তানদের লালন-পালন ও শিক্ষা দেয়া। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, নৈতিক অধিকার নৈতিক কর্তব্যের উপর নির্ভরশীল।

৬। **কর্তব্য পালনের জন্য অধিকার প্রয়োজন:** রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকগণ কতগুলো কর্তব্য পালন করে। যেমন, রাষ্ট্রের আইন মান্য করা, কর প্রদান করা, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা ইত্যাদি। এসব কর্তব্য পালনের জন্য নাগরিকের ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রয়োজন। দরকার আইনের চোখে সমানাধিকার, কর্মের অধিকার ইত্যাদি। এভাবে দেখলে, অধিকার ভোগের মাধ্যমেই নাগরিকদের কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞান জাগ্রত হয়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, অধিকার ও কর্তব্য পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। এদের একটি বাদ দিয়ে অপরটি চিন্তা করা সম্ভব নয়। তাই বলা যায়, অধিকার ভোগের সাথে কর্তব্য পালন বিষয়টি অবধারিতভাবে যুক্ত।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	অধিকার ভোগ করার জন্য কর্তব্য পালন জরুরি কেন?

সার-সংক্ষেপ

অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। অধিকার ও কর্তব্যের উৎস অভিন্ন। অধিকার ও কর্তব্য একই বস্তুর দুটো দিকের মত। একজনের অধিকার অনেক সময় অন্যজনের কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে সংরক্ষিত হয়। রাষ্ট্রের কাছ থেকে অধিকার ভোগের পাশাপাশি রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য পালন একান্ত আবশ্যক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক–

i) একজনের অধিকার অন্যের কর্তব্য

ii) অধিকারের পরিধি কর্তব্যবোধ দ্বারা সীমাবদ্ধ

iii) পরস্পর একে অপরের পরিপূরক

কোনটি সঠিক?

ক) i খ) ii

গ) iii ঘ) i, ii ও iii

২। "ধাক্কা না খেয়ে চলার অধিকার যদি আমার থাকে, তাহলে তোমার কর্তব্য হল আমাকে প্রয়োজন মতো পথ ছেড়ে দেয়া।" –কে বলেছেন?

ক) অধ্যাপক গার্নার খ) অধ্যাপক হব্‌হাউস

গ) অধ্যাপক গেটেল ঘ) অধ্যাপক ডাইসি

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। আমিনুল ইসলাম একজন সরকারি কর্মকর্তা। তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে চাকরি করেন। তাছাড়াও তিনি সর্বদা সরকারি নিয়ম-কানুনের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। পারিবারিক জীবনেও তিনি সফল। তাঁর এক ছেলে ও এক মেয়ে। তাদেরকেও তিনি উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন।

ক. অধিকার কি?

খ. মানবাধিকার বলতে কি বোঝায়?

গ. উদ্দীপকে আপনার পাঠ্য পুস্তকের কোন বিষয় প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. উক্ত বিষয়ের সাথে নাগরিক অধিকারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। এর স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করুন।

২। আব্দুর রহমান বাংলাদেশের নাগরিক। তিনি এক সময় একটি রাজনৈতিক দলের একজন নেতা ছিলেন। সে সময় রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে তিনি নিজের জীবনের নিরাপত্তাহীনতার কথা বলে কানাডাতে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেন। এক পর্যায়ে তাঁর আবেদন মঞ্জুর হয়। আব্দুর রহমান এখন কানাডাতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করেন।

ক. মৌলিক অধিকার কি?

খ. কর্তব্য বলতে কি বোঝায়?

গ. উদ্দীপকে কোন্ ধরনের অধিকার বর্ণিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. উক্ত অধিকারের সাথে মৌলিক অধিকারের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.১ ঃ ১। খ ২। গ ৩। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.২ ঃ ১। খ ২। খ ৩। ঘ ৪। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৩ ঃ ১। গ ২। গ ৩। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৪ ঃ ১। ক ২। গ ৩। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৫ ঃ ১। ঘ ২। গ ৩। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৬ ঃ ১। খ ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৭ ঃ ১। ক ২। খ ৩। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৮ ঃ ১। ঘ ২। খ